# হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...
ইসলামী টাওয়ার, দোকান : ২০
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮ ৪৪১

# ভূমিকা

এ কথাগুলো একান্তই নিজের। একবার ভেবেছি, সবার কাছে বলব কি না। নিজের ভেতরে একটা প্রচ্ছন্ন বিব্রতবোধ কাজ করেছে। কিন্তু কথাগুলো একত্র করার পর দেখলাম, এগুলো যদি আর সবাইকে না জানাই, তাহলে নিজের ভেতরে একটা অপরাধবোধ সৃষ্টি হবে। বিশেষত, যাদের জন্য এ লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশের দুঃসাহস করেছি, তারা আমার চারপাশের কিশোর-তরুণ।

অধিকাংশ কথা নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং আপন চিন্তার প্রতিফল। আবশ্যিকভাবে এ অভিজ্ঞতা ও চিন্তাটা উদয় হয়েছে আমাদের সময়ের তরুণদের নিয়ে। যাদের আমি দেখেছি, যাদের ব্যাপারে শুনেছি অথবা যাদের দেখিনি বা যাদের কিছুই শুনিনি—এমন সব তরুণ-তরুণীর মনোজাগতিক অনেক কষ্ট নিজের করে বয়ান করেছি।

কিছু কষ্ট দৃষ্টির সীমায় থাকে, চোখ মেলে তাকালে দেখা যায়। কিছু বেদনা ভীষণ গোপন, কাউকে দেখানো যায় না, কেউ হয়তো দেখেও না। কিন্তু তবু তো সেটা বেদনা; সেটা আহত করে, বিক্ষত করে আমাদের অন্তর্গত সত্ত্বা। চেষ্টা করেছি সেই প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য খুচরা দুঃখ-বেদনাকে উতরে যাওয়ার ঘরোয়া তালিম কাগজের ভাষায় প্রকাশ করতে। কতটা কাজে লাগবে, সেটা আল্লাহই ভালো জানেন।

# সূচি


**আত্মপরিচয়**

আমি কে? ১৩
জীবন, অদ্ভুত সুন্দর ১৮
বেঁচে থাকার বিস্ময় ২২
দুঃখ কি জয় করা যায়? ২৮
ঘূর্ণমান সকল সৃষ্টি ৩৫

**জীবনের নতুন পরিচয়**

অর্থ মানেই কি সুখ? ৩৯
সুখপাখি পুষি ৪৩
স্বপ্নের ফেরিওয়ালা ৪৮
স্থির বিশ্বাসী হৃদয় ৫২
বন্ধুত্ব, অপার অসীম ৫৫
পোশাকি নয়, সত্যিকারের মানুষ ৫৮
খুবই সামান্য ৬১

**পরিবার : আত্মপরিচয়ের উৎস**

মহান শিক্ষক ৬৪
সন্তান কি আত্মহত্যা করবে! ৬৮
তরুণ, তোমাকে বলছি ৭৩
বিস্ফোরণের আগে ৭৬
হয়তো প্রেম অথবা মিথ্যা ৭৯

**লেখকের পরিচয়**

লেখক কি হওয়া যায়? ৮৫

## বেঁচে থাকার বিস্ময়

বেঁচে থাকাটাও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার এবং দারুণ একটা ব্যাপার। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠছি। বাইরে পাখি ডাকছে, হাওয়া বইছে, সূর্যের ঝলমলে আলো টাটকা গন্ধ নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে ঘরের মধ্যে—এসব ব্যাপারকে দারুণ না বললে দারুণ বলবে কোন জিনিসকে?

আমি হয়তো দৃশ্যকল্পটা ঠিকঠাক ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না তোমর চোখের সামনে। ঠিক আছে, আরেকবার চেষ্টা করি। ধরো, নিমগ্ন এক অরণ্যের মাঝে দাঁড়িয়ে আছো। চারদিকে বিরাটাকার বৃক্ষ উদ্বাহু আকাশের দিকে উঠে গেছে। গুল্ম-লতা ছড়িয়ে আছে চারপাশে। বুনোফুল আর অজান্তা পাতার গন্ধে নেশা ধরে গেছে মগজের কোনায় কোনায়। চোখ বুজে আসতে চাইছে আপনা থেকেই। কিন্তু এত ভয়াবহ সৌন্দর্যের মধ্যেও তুমি চোখ বন্ধ করতে পারছো না। কেননা তুমি তোমার প্রিয়তম মানুষের হাত ধরে হাঁটছো।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ শুনতে পেলে ঝরনার কুলকুল শব্দ। আরেকটু এগিয়েই দেখতে পেলে স্বচ্ছ কাকচক্ষুর মতো টলটলে জলের ছোট্ট একটা হ্রদ। পাড় থেকে তাকালে একদম হ্রদের তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এমনই স্বচ্ছ সবুজ জল সে সরোবরের। হ্রদের জল দেখে তোমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। প্রিয়তমার হাত ধরে সাঁই করে এখনই ঝাঁপ দিয়ে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে হ্রদের জলে। তো, দেরি কেন?

না, তুমি এ মুহূর্তে ঝাঁপ দিতে পারো না। কারণ, তুমি শুয়ে আছেন তোমার বিছানায়। বিছানা থেকে ঝাঁপ দিলে সোজা সিমেন্টের মেঝেতে গিয়ে পড়বে এবং মাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড হবে। তার চেয়ে ভালো, তুমি লেখাটা পড়া শেষ করো। তারপর একটা সিদ্ধান্তে আসা যাবে, সত্যিই তুমি টলটলে সরোবরের জলে ঝাঁপ দেওয়ার লায়েক, নাকি নালায়েক!

এটা হলো ইমাজিনেশন—কল্পনাশক্তি। একজন লেখক যখন একটি উপন্যাস বা গল্প লেখেন, তখন তিনি তাঁর কল্পনাকে কাজে লাগান। কল্পনাশক্তির ভেতর দিয়ে তৈরি করেন গল্পের একটি ক্ষেত্র, কিছু চরিত্র, চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং একটি কল্পনাপ্রবণ কাহিনি। যিনি কল্পনায় যত তুখোড়, তাঁর গল্পও তত সুডৌল। যিনি কল্পনাকে যত বেশি নিরেট ও নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করতে পারেন বইয়ের পাতায়, তিনিই কালজয়ী হন। কিন্তু যাঁর কল্পনায় খুঁত থেকে যায়, কল্পনায় যিনি কাঁচা, গল্প বা উপন্যাস পাঠককে তাঁর লেখা ধরে রাখতে পারে না। এটাই হলো তোমার কল্পনার রাজ্যবিস্তারের শক্তিমত্তা। কল্পনার পৃথিবীতে তুমি রাজাধিরাজ।

দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশজুড়ে বিস্তৃত আমাজন বন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বন তো অবশ্যই, পৃথিবীর সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর বনও। এ বনে অনেক ধরনের আদিবাসীর বাস। এসব আদিবাসী মানুষ এখানেই জন্মেছে, এখানেই বড় হয়েছে এবং এখানেই সভ্যতাহীন তাদের বসবাস। তাদের কাছে গিয়ে যদি তুমি প্রশ্ন করো, 'এই মাতাল বনানী তোমাদের কেমন লাগে?' বিশ্বাস রাখো, তারা তোমার দিকে বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে।

বছরের পর বছর ধরে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তারা এই বনের মধ্যেই বসবাস করছে। এই গাছপালা, তরুলতা, পশু-পাখির সঙ্গে সমাজবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকছে। তাদের কাছে আমাজনের গহিন অরণ্য তেমন কোনো অর্থ বহন করে না। বৃক্ষের উদ্বাহু আকাশযাত্রা, বুনোফুলের ঘোরলাগা সুবাস, পাখির কলকাকলি, হরিদ্রা গুল্ম-পাতা তাদের কোনোভাবেই বিস্মিত করে না। ঝরনার কুলকুল বয়ে যাওয়া, হ্রদের স্বচ্ছ স্ফটিক জলের ধ্যান তাদের বিমোহিত করে না খুব বেশি। কেননা এ বনানী, পশু-পাখি, এ ঝরনা-হ্রদ তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। বেঁচে থাকার অবলম্বন দেখে কেউ বিস্মিত হয় না। তাদের কাছে আমাজন স্রেফ বেঁচে থাকার এক সংগ্রামী অবলম্বন।

কিন্তু আমাজন তোমার কাছে এক বিস্ময়ের নাম। এ বনের প্রতিটি পাতার মধ্যে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে বিস্ফারিত বিস্ময়।

প্রতিটি সবুজ তোমাকে চমকে দেওয়ার জন্য প্রতীক্ষমাণ। প্রতিটি জলের ধারা তোমার চোখের তারার ছলকে ওঠা অভিভূত দৃষ্টির জন্য ইন্তেজার করছে। কারণ, তুমি কখনো আমাজন দেখোনি। ভিডিও, বইপাঠ আর বর্ণনা শুনে তুমি শুধু আমাজনের কল্পনা করেছো। এ কারণেই আমাজন তোমার কাছে বিস্ময়ের।

আমাজন তোমার জন্য বিপুলা বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমাজনের বিস্ময় পৃথিবীতে আপনাকে স্বাগত!

কল্পনা একটি শিল্প, এটি শিখতে হয়, রপ্ত করতে হয়। কল্পনা উন্নত করার অন্যতম চাবিকাঠি হলো বিস্ময়। তোমাকে বিস্মিত হতে হবে। বিস্ময়ের পরত দিয়ে একের পর এক তৈরি হয় কল্পনার সিঁড়ি। তোমাকেই ঠিক করতে হবে, তুমি ঠিক কতটা বিস্ময়বাদী।

এখন তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে তুমি কী কারণে বিস্মিত হও, কী দেখে বিস্মিত হও, কী কল্পনা করে বিস্মিত হও। আমাজন? কিন্তু আমাজনে তুমি যাবে কীভাবে? অনেক হ্যাপার ব্যাপার। তার চেয়ে আমি তোমাকে বিস্মিত হওয়ার কিছু সবক শেখাতে পারি। একদম সহজ।

তোমার চারপাশে একবার তাকাও, তুমি যেখানেই আছো, যেখানে বসে এ লেখা পড়ছো। সবকিছু স্বাভাবিক, তাই না? কয়েকটা জানালা, একটা দরজা, বাইরে কিছু দালান-বাড়ি বা টিনের ঘর, এক টুকরো আকাশ, কিছু গাছ, কয়েকটা পাখি ডাকছে...এই তো! বিস্মিত হওয়ার মতো কিছু কি পেলে? নেই, তাই না?

আসলে বিস্মিত হওয়ার মতো কিছুই নেই তোমার এখানে। আমি এমনিই তোমার সঙ্গে মজা করছিলাম।

তাহলে অন্যভাবে শুরু করি। বাইরের গাছটার দিকে তাকাও। কী গাছ ওটা? আম, না নারিকেল? নিজেকে কখনো একটা নারিকেলগাছ ভেবেছো? একবার ভাবো নিজেকে একটা নারিকেলগাছ। ভাবো—তোমার মাথার ওপর ঝিরঝির করে দুলছে পাতা। ছোট ছোট ডাবের কাঁদি ঝুলছে তোমার গলায়, কণ্ঠাভরণ

হীরার হারের মতো। তুমি প্রতিদিন তাদের জন্য মাটি থেকে শুষে আনছো জল, উর্বরতা, বেড়ে ওঠার প্রয়োজনীয় হরমোন। বেঁচে থাকার জন্য পাতায় পাতায় গ্রহণ করছো কার্বন ডাই-অক্সাইড। মানুষের জন্য শোষণ করে সে কার্বন আবার পরিপাক করে বিলাচ্ছো অক্সিজেন। মানুষ বাঁচছে। মানুষ তোমার গলার হীরার হার থেকে পেড়ে নিচ্ছে কচি ডাব। তোমার সন্তানকে তোমার সামনে দা দিয়ে কেটে ভেতর থেকে ঢকঢক করে পান করছে সুমিষ্ট পানীয়। মানুষকে তৃপ্ত করার আনন্দে তোমার বুকটা গর্বে ভরে ওঠে। তুমি প্রস্তুতি নাও আবার আরেক কাঁদি ডাবকে পরিপুষ্ট করার জন্য।

তুমি কি একটা নারিকেলগাছ হবে? একবারের জন্য কি একটা নারিকেলগাছের গর্ব হবে? নিজেকে একবারের জন্য হলেও একটা নারিকেলগাছ ভাবো। তুমি গাছের অহংকার দেখে বিস্মিত হয়ে যাবে। একটা গাছ কী গর্ব, কী অহংকার নিয়ে মাটির ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে—জানলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষকে ফুলে-ফলে, ঝড়ে-ছায়ায় কীভাবে সে সুশোভিত করে রেখেছে—এই গর্ব একটা গাছের বেঁচে থাকার অন্যতম সঞ্জীবন। চিন্তাশক্তিতে বলীয়ান এক অনন্য প্রাণীকে সে বাঁচিয়ে রাখছে প্রতি নিশ্বাসে, এ কারণেই তার ডাল ভেঙে গেলেও সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। পাতা ছিঁড়ে নিলেও সে নিশ্চুপ থাকে। কেটে ফেললেও রক্তাক্ত হয় না। মানুষের জন্য এ তার ভালোবাসার স্বেচ্ছামরণ।

নিজেকে কখনো আকাশ ভেবেছো? তুমি স্পর্শপবিত্র নীল। তোমার বুকে অজস্র নক্ষত্র। সন্তানের মতো বুক আগলে তাদের ধরে রেখেছো। প্রতি ক্ষুদ্র সময়ে একেকটা নক্ষত্র ঘুরপাক খাচ্ছে মহাকাশে, ছুটে চলছে মহাকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে অজস্র তারকারাজি। আকাশগঙ্গা, ছায়াপথসুদ্ধ নিয়ম করে ঘুরছে নিজের বলয়ে। তোমার বুক থেকে ফুঁসে উঠছে ধূসর মেঘ, বৃষ্টি নামছে ধরার বুকে। তুমি নীলাকাশ। একবার ভাবো নিজেকে, তুমি অনন্তকালের মহাকাশ।